বর্তমান সরকারের আমলে তথ্য মন্ত্রণালয়ের দুই বছরের অর্জন

অগ্রগতির দুই বছরঃ **জানুয়ারি'০৯-ডিসেম্বর'১০**

তথ্য মন্ত্রণালয়

ক্রমিক নং	অর্জিত সাফল্য
০১	**অবাধ তথ্য প্রবাহের লক্ষ্যে তথ্য কমিশন গঠনঃ** বর্তমান সরকার জনগণের বিপুল ম্যান্ডেট নিয়ে সরকার গঠন করার পর ৯ম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনে নির্বাচনী অঙ্গিকার বাস্তবায়নকল্পে ২৯ মার্চ ২০০৯ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ পাস করা হয় এবং ০৫ এপ্রিল ২০০৯ তারিখে মহামান্য রাষ্ট্রপতি এতে সম্মতি জ্ঞাপন করেন। অতঃপর ০৬ এপ্রিল ২০০৯ তারিখে আইনটি বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশ করে ০১ জুলাই ২০০৯ তারিখ থেকে সারা বাংলাদেশে কার্যকর হয় এবং উক্ত তারিখেই প্রধান তথ্য কমিশনার ও দুইজন তথ্য কমিশনার (তন্মধ্যে একজন নারী) সমন্বয়ে তথ্য কমিশন গঠন করা হয়। বর্তমানে তথ্য কমিশন পুর্ণদ্যোমে কাজ করছে। ➢ তথ্য কমিশনের জন্য ৭৬ জনবলের সাংগঠনিক কাঠামো ইতোমধ্যে অনুমোদিত হয়েছে এবং এতদ্‌সংক্রান্তে পৃথক পৃথক দু'টি মঞ্জুরি আদেশ জারি করা হয়েছে। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা ৩৩ অনুযায়ী বিধি প্রণয়নের কাজটি ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। ➢ তথ্য অধিকার (তথ্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা) প্রবিধানমালা, ২০১০ প্রণয়নপূর্বক বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশের অপেক্ষায় আছে। ➢ তথ্য অধিকার (তথ্য প্রকাশ ও প্রচার) প্রবিধানমালা, ২০১০ এবং তথ্য কমিশন (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) নিয়োগ প্রবিধানমালা, ২০১০ ভেটিংয়ের অপেক্ষায় আছে। ➢ তথ্য কমিশনের নিজস্ব ওয়েব সাইট www.infocom.gov.bd তৈরি হয়েছে এবং তাতে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর আওতায় 'দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা'র নাম হালনাগাদ করা হচ্ছে। ➢ তথ্য কমিশনের স্থায়ী ভবন নির্মাণের জন্য গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় শেরে বাংলানগর, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকায় এফ-১৭/ডি নং প্লটে ০.৩৫ একর জমি বরাদ্দ প্রদান করেছে। ➢ তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ তথ্য অধিকার বিধিমালা, তথ্য অধিকার আইনের ০১টি ইংরেজি পার্ট (ভারশন) তথ্য মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইট www.moi.gov.bd -তে দেয়া আছে এবং প্রয়োজনের Download করা যাবে।
০২	সরকারের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড, জাতীয় সংসদ কার্যক্রম, কৃষি শিক্ষা ও গণতান্ত্রিক চেতনামূলক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য " সংসদ বাংলাদেশ" নামে একটি পৃথক চ্যানেল চালুর কার্যক্রম চলমান রয়েছে। শীঘ্রই স্যাটেলাইটের মাধ্যমে এর পরীক্ষামূলক সম্প্রচার শুরু হবে।
০৩	"বিটিভি সদর দপ্তর ভবন নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।
০৪	"বাংলাদেশ টেলিভিশন উন্নয়ন চ্যানেল প্রবর্তন" শীর্ষক একটি চ্যানেল চালু করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।
০৫	বাংলাদেশ টেলিভিশনের ঢাকা টেলিভিশন কেন্দ্রের সম্প্রসারিত ভবনের স্টুডিও যন্ত্রপাতি স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।
০৬	বিটিভি ওয়ার্ল্ডের অনুষ্ঠানমালা স্যাটেলাইটের মাধ্যমে বহির্বিশ্বে সম্প্রচার অব্যাহত রাখার জন্য AsiaSat, Hong Kong এর সাথে ১৮ মে ২০০৯ তারিখে চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে।
০৭	১৪ জুলাই ২০০৯ তারিখে বাংলাদেশ টেলিভিশনের জন্য টেরেস্ট্রিয়াল টেলিভিশন সম্প্রচার সুবিধা সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ প্রণয়ন করা হয়েছে।
০৮	বাংলাদেশ টেলিভিশনে কৃষি কার্যক্রম সম্প্রচারের নিমিত্ত কৃষি মন্ত্রণালয় এবং তথ্য মন্ত্রণালয়ের মধ্যে ০৬ ডিসেম্বর ২০০৯ তারিখে সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।

ক্রমিক নং	অর্জিত সাফল্য
০৯	নিম্নবর্ণিত বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেলসমূহকে ১১ অক্টোবর ২০০৯ তারিখে ১০টি এবং ২২ ও ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০১০ তারিখে ০২টির অনাপত্তি প্রদান করা হয়েছে; (১) ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেলিভিশন, (২) ৭১ টেলিভিশন, (৩) এটিএন নিউজ, (৪) মাছরাঙ্গা কমিউনিকেশন্স লিঃ, (৫) সময় টেলিভিশন, (৬) মাই টিভি, (৭) মোহনা টেলিভিশন লিঃ, (৮) জিটিভি, (৯) বিজয় টিভি, (১০)চ্যানেল-৯, (১১)চ্যানেল টুয়েন্টি ফোর, (১২) এস, এ, চ্যানেল।
১০	ক্যাবল টেলিভিশন নেটওয়ার্ক পরিচালনা ও লাইসেন্সিং বিধিমালা, ২০১০ অনুমোদিত হয়েছে।
১১	বাংলাদেশ বেতারে কৃষি বিষয়ক অনুষ্ঠান সম্প্রচারের জন্য কৃষি মন্ত্রণালয় এবং তথ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ বেতারের মধ্যে ০২ ফেব্রুয়ারি ২০১০ তারিখে ১টি সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।
১২	বেসরকারি মালিকানায় এফএম বেতারকেন্দ্র স্থাপন ও পরিচালনার জন্য নীতিমালা, ২০১০ প্রণয়ন করে ০৩ ফেব্রুয়ারি ২০১০ তারিখে প্রকাশ করা হয়েছে। ০৮ (আট)টি প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে নিরাপত্তা ছাড়পত্রের জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। ০১টি প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে।
১৩	জার্মান ব্রডকাস্টিং (ডয়েচে ভেলে) এবং বাংলাদেশ বেতারের মধ্যে ০৯ মার্চ ২০১০ তারিখে ডয়েচে ভেলে-তে বাংলা অনুষ্ঠান সম্প্রচারের জন্য একটি নতুন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।
১৪	কমিউনিটি রেডিও স্থাপন, সম্প্রচার ও পরিচালনার জন্য ২২ এপ্রিল ২০১০ পর্যন্ত মোট ১৪টি প্রতিষ্ঠানকে প্রাথমিকভাবে অনুমোদন দেয়া হয়েছে।
১৫	চায়না ইন্টারন্যাশনাল রেডিও (সিআরআই) এবং বাংলাদেশ বেতারের মধ্যে ১৭ মে ২০১০ তারিখে সিআরআই এর বাংলা অনুষ্ঠান সম্প্রচারের একটি নতুন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।
১৬	বিবিসি এবং বাংলাদেশ বেতারের ঢাকাস্থ এফএম ১০০ মেগাহার্যে অনুষ্ঠান প্রচার/রীলে সংক্রান্ত একটি নবায়ন চুক্তি ৩১ জুলাই ২০১০ তারিখে স্বাক্ষরিত হয়েছে।
১৭	Nippon Hoso Kyokai (NHK), Japan এবং বাংলাদেশ বেতার এর মধ্যে ২৭ সেপ্টেম্বর ২০১০ তারিখে একটি নতুন সম্প্রচার চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।
১৮	"বাংলাদেশ বেতারের বিভিন্ন কেন্দ্রের যন্ত্রসামগ্রী সমীকরণ, আধুনিকায়ন, প্রতিস্থাপন ও সম্প্রসারণ" শীর্ষক প্রকল্প চলমান রয়েছে।
১৯	"বাংলাদেশ বেতারের কবিরপুর কেন্দ্রে ০১টি ২৫০ কিঃওঃ ক্ষুদ্র তরঙ্গ প্রেরণ যন্ত্র উন্নয়ন ও শক্তিশালীকরণ" শীর্ষক প্রকল্প চলমান রয়েছে।

ক্রমিক নং	অর্জিত সাফল্য
২০	"বাংলাদেশ বেতারের কবিরপুর কেন্দ্রে ০১টি ২৫০ কিঃওঃ ক্ষুদ্র তরঙ্গ প্রেরণ যন্ত্র উন্নয়ন ও শক্তিশালীকরণ" শীর্ষক প্রকল্প সমাপ্তির পথে।
২১	(ক) ফিল্ম ক্লাবসমূহ (রেজিস্ট্রেশন ও নিয়ন্ত্রন) আইন, ১৯৮০ রহিত করে নতুন চলচ্চিত্র সংসদ নিবন্ধন আইন, ২০১০ নামে একটি নতুন আইন মন্ত্রিপরিষদ কর্তৃক অনুমোদনের পর সংসদে উপস্থাপনের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। (২) চলচ্চিত্র সেন্সরের জন্য বিদ্যমান সেন্সরশিপ অব ফিল্মস এ্যাক্ট (সংশোধিত), ২০০৬ এর অধিকতর সংশোধনকল্পে একটি খসড়া প্রস্তাব ও সেন্সর সংক্রান্ত বিধি ও নীতিমালা সংশোধনের প্রক্রিয়া চলছে।
২২	" বিএফডিসি-তে ডিজিটাল প্রযুক্তি প্রবর্তন" শীর্ষক প্রকল্প চলমান রয়েছে।
২৩	বর্তমান সরকার ১০ এপ্রিল ২০১০ তারিখে ২০০৮ সালের জন্য ২৩টি ক্যাটাগরিতে ২৪টি 'জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার' প্রদান করেছে। এক্ষেত্রে পুরস্কারের অর্থের পরিমাণ ৫০০০/- থেকে ৩০,০০০/- ও ১০, ০০০/- থেকে ৫০, ০০০/- বৃদ্ধি করা হয়েছে। চলচ্চিত্র শিল্পে মেধা ও সৃজনশীলতাকে উৎসাহিত করা এবং বাংলাদেশের আবহমান সংস্কৃতি সমুন্নত রাখার লক্ষ্যে স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, মানবীয় মূল্যবোধ সম্পন্ন জীবনমুখী, রুচিশীল ও শিল্পমানসমৃদ্ধ পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাণে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা ও সহায়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে ২০০৯-২০১০ অর্থ বছরে অনুদানের সংখ্যা ও অর্থের পরিমান বৃদ্ধি করে ৬টি চলচ্চিত্রকে (১৯,২০,০০০/- × ৬) = ১,১৫,২০,০০০/-(এক কোটি পনের লক্ষ বিশ হাজার) টাকা নগদ অনুদান এবং ৬০,০০,০০০/- (ষাট লক্ষ) টাকার এফডিসি'র সার্ভিস সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও কাহিনী/চিত্রনাট্যের কাহিনীকার/চিত্রনাট্যকারকে ৫০,০০০/- টাকা করে উৎসাহ পুরস্কার হিসেবে ৩,০০,০০০/- টাকা প্রদান করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী ১টি শিশুতোষ চলচ্চিত্রসহ উল্লিখিত ৬টি চলচ্চিত্রের মধ্যে ২টি শিশুতোষ চলচ্চিত্রকে অনুদান প্রদান করা হয়েছে।
২৪	২০০৯-২০১০ অর্থ বছরে বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা নীতিমালা,২০১০ প্রণয়ন করা হয়েছে। উন্নতমানের চলচ্চিত্র নির্মাণে সরকারি অনুদান প্রদানের নীতিমালা,২০০০ সংশোধন করে উন্নতমানের চলচ্চিত্র নির্মাণে সরকারি অনুদান প্রদানের নীতিমালা,২০১০ প্রণয়ন করা হয়েছে।
২৫	বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা এর সাংবাদিক, কর্মকর্তা/কর্মচারীদের স্থান সংকুলান ও কাজের সুষ্ঠ পরিবেশ সৃষ্টি করতে ৪ নং দিলকুশা বানিজ্যিক এলাকাস্থিত নিজস্ব জায়গায় ২০তলা ভিত্তির উপর ২টি বেইজমেন্ট কার পার্কিংসহ আপাততঃ ৮তলা ভবন নির্মাণের লক্ষ্যে "বাসস ভবন নির্মাণ প্রকল্প" নামে একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।
২৬	বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিলের কর্মপরিধি বৃদ্ধি করা এবং কাউন্সিলকে যুগোপযোগী করার জন্য প্রেস কাউন্সিল এ্যাক্ট, ১৯৭৪ এর ২, ৪, ১১ ও ১২ ধারা সংশোধনের প্রস্তাবটি বিবেচনাধীন রয়েছে।
২৭	"ভিডিও কনফারেন্স প্রযুক্তি স্থাপনের মাধ্যমে জেলা তথ্য অফিসসমূহ শক্তিশালীকরণ" শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।
২৮	বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভে "চলচ্চিত্র সংরক্ষণ ব্যবস্থার উন্নয়ন, ডিজিটাল পদ্ধতিতে সনাতন চলচ্চিত্রের সংরক্ষণ এবং বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভের কার্যক্রম পুনরুদ্ধারকরণ(২য় সংশোধিত)" এবং "ফিল্ম আর্কাইভ ভবন নির্মাণ" শীর্ষক ০২টি প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

ক্রমিক নং	অর্জিত সাফল্য
২৯	২০০৯-১০ অর্থ বছরে তথ্য অধিদপ্তর ও বিশ্ব ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় EMTAP কর্মসূচির আওতায় "Strengthening Development Communication between Government and Stakeholders" শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে।
৩০	২০০৯-১০ অর্থ বছরে "ধামরাইস্থ পুরাতন ১০০০ কিলোওয়াট মধ্যম তরঙ্গ ট্রান্সমিটারের বিকল্প হিসেবে একই শক্তিসম্পন্ন ১০০০ কিলোওয়াট মধ্যম তরঙ্গ ট্রান্সমিটার স্থাপন" প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে।
৩১	সাংবাদিকদের প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার উন্নয়নে "পিআইবি কমপ্লেক্স সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ(২য় পর্যায়)" শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন কাজ চলছে।
৩২	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের প্রকল্প " এক্সেস টু ইনফরমেশন (A2I) " এর আওতায় " মিডিয়া ক্যাম্পেইন ফর ডিসিমিনেটিং আউটকাম অব এটুআই প্রোগ্রাম" শীর্ষক প্রকল্প বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থার মাধ্যমে বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।
৩৩	"জলবায়ু পরিবর্তন" এবং "তথ্য অধিকার আইন" বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জনসচেতনতা সৃষ্টির জন্য "Capacity Building and Campaign on Right to Information " এবং "জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সমস্যা নিরসনে জনসচেতনতা সৃষ্টি উদ্বুদ্ধকরণ এবং দক্ষতা ও সামর্থ বৃদ্ধি" শীর্ষক ০২টি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।
৩৪	" Joint Programme to Address Violence Against Women" শীর্ষক প্রকল্প বাস্ত বায়নের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।
৩৫	"Research, Training, Publication and Collection of film for Preservation of Liberation War footage and Strengthening Bangladesh Film Archieve's Capacity'' শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।
৩৬	"গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে প্রচার কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ" শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।
৩৭	"এ্যাডভোকেসী অন রিপ্রোডাকটিভ হেল্থ এন্ড জেন্ডার ইস্যুজ থ্রু ডিপার্টমেন্ট অব মাস কমিউনিকেশন টিএপিপি (৩য় পর্যায়)" শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।
৩৮	"শিশু ও নারী উন্নয়নে যোগাযোগ কার্যক্রম (৩য় পর্যায়)" শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

তথ্য অধিদফতর

ক্রমিক নং	অর্জিত সাফল্য
০১	পত্র যোগাযোগ = ১০,১২১টি তথ্যবিবরণী ইস্যু = ৯,৭৮৪টি আলোকচিত্র = ৩,১৭,২৬০টি অ্যাক্রিডিটেশন কার্ড ইস্যু/নবায়ন = ১,৪২৬টি ফিচার/নিবন্ধ = ৫৬৪টি সেমিনার/কর্মশালা = ২৪টি প্রেস ব্রিফিং/কনফারেন্স = ১৮৯টি কার্টুন/শ্লোগান =২৩টি অন্যান্য কার্যক্রম = ৯৮টি প্রশিক্ষণ গ্রহণ = ১৪০ জন (কর্মকর্তা/কর্মচারী) তথ্য অধিদফতরের মাধ্যমে তথ্য বিবরণী, প্রেস নোট, প্রেস বিজ্ঞপ্তি, আলোকচিত্র, প্রবন্ধ, ফিচার, শ্লোগান, কার্টুন এর মাধ্যমে সরকারের বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ড গণমাধ্যমে তুলে ধরা হচ্ছে।

বাংলাদেশ বেতার

ক্রমিক নং	অর্জিত সাফল্য
০১	(ক) বিগত দুই বছরে বাংলাদেশ বেতারের সম্প্রচার সময় ২৪০ ঘন্টা হতে ২৫২ ঘন্টায় উন্নীত করা হয়েছে । (খ) স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদী অনুষ্ঠান পরিকল্পনার আওতায় বর্তমান সরকার ঘোষিত দিন বদলের সনদ এবং "রূপকল্প ২০২১" এর লক্ষ্য অর্জনে বাংলাদেশ বেতার থেকে বিভিন্ন আঙ্গিকে অনুষ্ঠানমালা প্রচার করা হচ্ছে । (গ) মহান মুক্তিযুদ্ধের উপর বিভিন্ন কেন্দ্র/ইউনিট থেকে নিজস্ব অনুষ্ঠানের পাশাপাশি "অহংকারে চির জাগ্রত" শিরোনামে একটি বিশেষ অনুষ্ঠান প্রতি কেন্দ্র থেকে প্রচার করা হচ্ছে ।
০২	(ক)সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ কর্মসূচির অংশ হিসেবে বাংলাদেশ বেতারের বিভিন্ন কেন্দ্র ও ইউনিট থেকে ডিজিটাল পদ্ধতিতে আংশিক অনুষ্ঠান প্রচার করা হচ্ছে । বাংলাদেশ বেতারের অনুষ্ঠান নির্মাণ ও সংরক্ষণের ক্ষেত্রে ডিজিটাল পদ্ধতি চালু করা হয়েছে । (খ)বাংলাদেশ বেতারের ধামরাইস্হ মহাশক্তি প্রেরণ কেন্দ্রের ৩৬ বছরের পুরাতন ১০০০ কিলোওয়াট ট্রান্সমিটারের পরিবর্তে আধুনিক প্রযুক্তি সম্পন্ন ১০০০ কিঃ ওঃ ট্রান্সমিটার প্রতিস্হাপন করা হয়েছে । ডাইনামিক ক্যারিয়ার কনট্রোল প্রযুক্তি সমৃদ্ধ এ ট্রান্সমিটারটি অনেক বেশী বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী । ২০০৯ এর ৯ ডিসেম্বর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এ ট্রান্সমিটারটি উদ্বোধন করেন । (গ) বাংলাদেশ বেতারের ওয়েব সাইটে অডিও এবং টেক্সট্ ফরমেটে আংশিক অনুষ্ঠান এবং সংবাদ প্রচার করা হচ্ছে ।
০৩	(ক) জার্মান বেতার ডয়েচে ভেলে, চীন বেতার, জাপান বেতার এবং বিবিসি ওয়ার্ল্ড সার্ভিসের অনুষ্ঠান বাংলাদেশ বেতারের এফএম নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে প্রচার করা হচ্ছে । এক্ষেত্রে এয়ারটাইম ভাড়া বাবদ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের পাশাপাশি কারিগরি এবং প্রশিক্ষণ সহায়তা পাচ্ছে বাংলাদেশ বেতার । (খ) সরকারের রাজস্ব বাজেটের আওতায় ৫০ ও ২০ কিঃ ওঃ ক্ষমতাসম্পন্ন ০২ টি মিডিয়াম ওয়েব ট্রান্সমিটার প্রতিস্হাপন করা হচ্ছে । (গ) আধুনিক সম্প্রচার প্রযুক্তির এফএম নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণের জন্য একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে ।

বাংলাদেশ টেলিভিশন

ক্রমিক নং	অর্জিত সাফল্য
০১	চট্টগ্রাম কেন্দ্রের সম্প্রচার সময় বৃদ্ধি করে চট্টগ্রাম কেন্দ্র-কে ০১টি পূর্ণাঙ্গ কেন্দ্রে রূপান্তরের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।
০২	সদর দপ্তর ভবন নির্মাণের জন্য প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে, অচিরেই বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।
০৩	"রূপকল্প-২০২১" কে সামনে রেখে ০৪টি স্টুডিও আধুনিকায়ন করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।
০৪	**বাংলাদেশ টেলিভিশন**ের সকল স্তরের তালিকাভুক্ত শিল্পী ও কলাকুশলীদের ডাটাবেইজ প্রস্তুতির কাজ এগিয়ে চলছে।
০৫	পূর্ণাঙ্গ কেন্দ্রে রূপান্তরের জন্য যন্ত্রপাতি ক্রয়ের কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে একটি প্রকল্প কার্যক্রমাধীন আছে।
০৬	ডিজিটাল রেকর্ডিং প্রবর্তনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।
০৭	রামপুরাস্থ টিভি ভবনের বিভিন্ন শাখায় ইন্টারনেট সংযোগ স্থাপন করা হয়েছে। ঢাকার বাইরে অবস্থিত চট্টগ্রাম কেন্দ্রসহ ১৪টি উপকেন্দ্রকে শীঘ্রই আইটি নেটওয়ার্কের আওতায় আনয়ন প্রক্রিয়া শুরু করা হচ্ছে।
০৮	টিএন্ডটি হতে প্রাপ্ত বিটিভি'র জায়গায় বিটিভি'র নিজস্ব ভবন নির্মাণ করা হবে।
০৯	বৈদেশিক সংবাদ/অনুষ্ঠান তাৎক্ষণিকভাবে সংগ্রহ ও সম্প্রচারের লক্ষ্যে বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি দেশে বিটিভি'র ব্যুরো অফিস স্থাপন করা হবে।

ক্রমিক নং	অর্জিত সাফল্য
১০	ইতোমধ্যে "রূপকল্প ২০২১" সামনে রেখে সমৃদ্ধ অনুষ্ঠান নির্মিত হচ্ছে।
১১	প্রাকৃতিক দুর্যোগসহ জরুরি মুহূর্তে অনুষ্ঠান/সংবাদ ধারণের জন্য হেলিকপ্টার সংগ্রহের ব্যবস্থা নেয়া হবে।
১২	বাংলাদেশ টেলিভিশন চট্টগ্রাম কেন্দ্রের অনুষ্ঠান প্রচারের সময় বৃদ্ধি এবং ডিজিটাল টেরিস্ট্রিয়াল ও স্যাটেলাইট ট্রান্সমিশনসহ একে বিটিভি'র একটি পূর্ণাঙ্গ কেন্দ্রে রূপান্তরের কাজ হাতে নেয়া হয়েছে। দিন বদলের অঙ্গীকার বাস্তবায়নে রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যম বাংলাদেশ টেলিভিশনে সংবাদ উপস্থাপনায় পরিবর্তনের সূচনা করা হয়েছে। বর্তমান সরকারের ঐকান্তিক সহযোগিতায় বিটিভি'র বার্তা বিভাগের জন্য নতুন ক্যামেরা, কম্পিউটার, এডিটিং প্যানেল, যানবাহন ও আনুষঙ্গিক প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ইতোমধ্যে সংগৃহীত হয়েছে।
১৩	নিয়োগবিধি পরিমার্জিত ও সংশোধন করে যুগোপযোগী করার ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।

গণযোগাযোগ অধিদপ্তর

ক্রমিক নং	অর্জিত সাফল্য
০১	বর্তমান সরকারের "দিন বদলের সনদঃ ভিশন - ২০২১" শীর্ষক গণযোগাযোগ অধিদপ্তরের বিশেষ প্রচারাভিযান ঃ ক. প্রচারাভিযানের অংশ হিসেবে ১৭-৩১ মার্চ ২০০৯ পর্যন্ত **৬৮** টি মতবিনিময় সভা, **১০২০** টি সংগীতানুষ্ঠান, **২০৪০** টি মুক্তিযুদ্ধ ও বিষয়ভিত্তিক চলচ্চিত্র প্রদর্শন এবং **৬৮টি** মহিলা সমাবেশ বাস্তবায়ন করা হয়েছে। খ. প্রচারাভিযানের অংশ হিসেবে ২য় পর্যায়ে মে ও জুন ২০১০ মাসে দেশের **১৮টি জেলায়** বিশেষ প্রচারাভিযানের আওতায় চলচিচত্র প্রদর্শণী, সংগীতানুষ্ঠান, কথামালা প্রচার ও মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়েছে। গ. দেশব্যাপী জনসাধারণের মধ্যে বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী মনোভাব সৃষ্টি এবং বিদ্যুৎ অপচয় রোধে তথ্য অফিসসমূহের মাধ্যমে উদ্বুদ্ধকরণ কথামালা প্রচার করা হচ্ছে। ঘ. ১৫ আগষ্ট জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে ২০০৯ ও ২০১০ সালে অধিদপ্তরাধীন তথ্য অফিসসমুহ দেশের জনবহুল স্হানে 'চিরঞ্জীব বঙ্গবন্ধু' 'স্বাধীনতা আমার স্বাধীনতা' এবং 'বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ' শীর্ষক প্রামাণ্য চিত্র প্রদর্শন করা হয়, দিবসের তাৎপর্য ভিত্তিক বিশেষ পোস্টার দেশব্যাপী বিতরণ করা হয়েছে । ঙ. সেপ্টেম্বর, অক্টোবর, নভেম্বর, ২০১০- এ তিন মাসে সারাদেশে যথাক্রমে ইভটিজিং প্রতিরোধ, মাদকের অপব্যবহার রোধ এবং সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ বিরোধী বিশেষ প্রচারাভিযানের আওতায় র‍্যালী, চলচিচত্র প্রদর্শণী, সংগীতানুষ্ঠান, কথামালা প্রচার ও মতবিনিময় সভার আয়োজন করা **হয়েছে** ।
০২	শিশু ও নারী উন্নয়নে যোগাযোগ কার্যক্রম(৩য় পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্প, "অ্যাডভোকেসি অন রিপ্রোডাকটিভ হেলথ এণ্ড জেণ্ডার ইস্যুজ থ্রু ডিপার্টমেন্ট অব মাস কমিউনিকেশন (৩য় পর্যায়)" প্রকল্পের আওতায় রূপকল্প ২০২১ এর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে তৃণমুল পর্যায়ে উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম চলছে।
০৩	তথ্য অধিকার আইনের আওতায় তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা হিসেবে **৬৮টি তথ্য অফিস ও সদর দপ্তরের একজনসহ ৬৯ জন কর্মকর্তার নাম এবং টেলিফোন নাম্বার অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে প্রদান করা হয়েছে**। জনসাধারণ কর্তৃক তথ্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত **সিটিজেন চার্টার জেলা ও বিভাগ পর্যায়ে সরকারি অফিস ও প্রেস ক্লাবে বিতরণ করা হয়েছে।** Access to Information (A2I) শীর্ষক তথ্য কর্মকর্তাদের ওরিয়েন্টেশন কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে।

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর

ক্রমিক নং	অর্জিত সাফল্য
০১	চলচ্চিত্র ক্ষেত্রে জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ ইংরেজিতে পুন:নির্মাণ, 'চিরঞ্জীব বঙ্গবন্ধু' ডিজিটাল ফিল্মে ও ইংরেজি ভাষান্তরসহ পুন:নির্মাণ, 'Bangladesh: History Heritage Develoment', ২১ আগস্ট ভয়াবহ গ্রেনেড হামলা, বিজয় দিবস ২০১০, জঙ্গিবাদ প্রতিরোধে 'এসো শান্তির পথে', আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে বাংলায় 'আমার ভাষা' ও ইংরেজিতে 'My Mother Tongue'; ইভটিজিং প্রতিরোধে 'এখনই সময়', নারীর ক্ষমতায়নে 'মিতার পৃথিবী', সড়ক দুর্ঘটনা প্রতিরোধে 'নোলক'সহ জনগুরুত্বপূর্ণ **২৮ টি প্রামাণ্যচিত্র, ২৪ টি সংবাদচিত্র এবং ১২ টি বিশেষ সংবাদচিত্র নির্মিত হয়েছে।**
০২	প্রকাশনা ক্ষেত্রে জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর ২ লক্ষ ২ হাজার এবং মহামান্য রাষ্ট্রপতির ১ হাজার ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ৭০ হাজার প্রতিকৃতি মুদ্রণ ও বিতরণ করা হয়েছে। জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর জন্মদিবস, স্বাধীনতা দিবস, ১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস, বর্তমান সরকারের ১ বছরপূর্তি, শহীদ ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস, মহান বিজয় দিবসসহ জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয় ও উপলক্ষে ২৭ লক্ষ ৫৬ হাজার পোস্টার মুদ্রণ ও বিতরণ এবং 'সচিত্র বাংলাদেশ', 'নবারুণ' ও 'Bangladesh Quarterly' শিরোনামে ৩ টি নিয়মিত সাময়িকীর বিশেষ সংখ্যা ও নিবন্ধ প্রকাশ করা হয়েছে। বর্তমান সরকারের ১ বছরপূর্তি উপলক্ষে 'দিন বদলের ১ বছর' শীর্ষক পুস্তক (১০ হাজার), 'Bangladesh Vision of Change' শীর্ষক পুস্তক (১ হাজার) এবং তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী তথ্য প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের নামের তালিকা সম্বলিত পুস্তিকা (৩ হাজার) মুদ্রণ করে বিতরণ করা হয়েছে।
০৩	জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবসসমূহে বিভিন্ন পত্রিকায় ১১ টি ক্রোড়পত্র প্রকাশ এবং পত্রিকাসমূহের অনুকূলে ৫.২৬ কোটি টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। নিরীক্ষা সম্পন্ন করে ৩৪৬ টি পত্রিকার প্রত্যয়নপত্র জারি করা হয়েছে। নতুন ২২ টি পত্রিকা মিডিয়া তালিকাভুক্ত ও ৪০ টি পত্রিকা পুন:মিডিয়া তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। অনিয়মের জন্য ১৩ টি পত্রিকার মিডিয়া তালিকাভুক্তি বাতিল হয়েছে। পত্রিকার ১১৫ টি প্রতিষ্ঠান সরেজমিন পরিদর্শন করা হয়েছে। সাংবাদিক/সংবাদকর্মীদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য সপ্তম ওয়েজবোর্ড বাস্তবায়নের সুবাদে ৩৯ টি পত্রিকাকে নির্ধারিত সুবিধা প্রদান এবং ওয়েজবোর্ডের নির্ধারিত শর্ত প্রতিপালন না করায় ৫টি পত্রিকার বর্ধিত বিজ্ঞাপন হার প্রাপ্তির সুবিধা স্থগিত করা হয়েছে । ইতোমধ্যে পত্রিকা প্রকাশের জন্য **৩৪৩ টি নামের ছাড়পত্র প্রদান করা হয়েছে। ৬৪ টি পত্রিকার প্রত্যয়নপত্র দেয়া হয়েছে।** ১) ডাইনামিক ওয়েবসাইট প্রবর্তন করা হযেছে। ২) ইন্টারনেটে প্রিন্ট মিডিয়ার সহায়তায় সম্প্রসারণ করা হয়েছে। ৩) অধিদপ্তরের নিয়মিত প্রকাশনা তিনটি ওয়েবসাইটে পড়া ও ডাউনলোডের সুযোগ রয়েছে। ৪) চলচ্চিত্র ও প্রকাশনার ক্ষেত্রে আধুনিক ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য ডিজিটাল যন্ত্রপাতি সংগ্রহের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। ৫) উন্নত চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা সামগ্রী নির্মাণ/প্রকাশের কার্যক্রমের পরিমাণ ও গতি বৃদ্ধির জন্য উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। ৬) মানব সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।
০৪	১৭ মার্চ জাতীয় শিশু দিবস এবং ১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস হিসেবে সংবাদপত্রে ক্রোড়পত্র প্রকাশের বিষয়টি নীতিমালায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে যা ইতোপূর্বে ছিল না।
০৫	বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা (বাসস) অধ্যাদেশ ইংরেজি থেকে বাংলায় ভাষান্তর করা হয়েছে।
০৬	' বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র (১৫ খন্ড)' বিকৃত কপি প্রত্যাহারপূর্বক মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস জনগণের মাঝে তুলে ধরার প্রয়াসে উক্ত গ্রন্থমালার শোভন সংস্করণ করা হয়েছে।

বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ

ক্রমিক নং	অর্জিত সাফল্য
০১	**নিম্নলিখিত প্রকল্পগুলো বাস্তবায়নের জন্য হাতে নেয়া হয়েছে :** (ক) ডিজিটাল ফিল্ম আর্কাইভিং ব্যবস্থা প্রবর্তন। (খ) আর্কাইভ ভবন নির্মাণ। (গ) হাইটেক যন্ত্রপাতির মাধ্যমে আধুনিক ফিল্ম ভল্ট স্থাপন। (ঘ) ডিজিটাল ফিল্ম ল্যাবরেটরী স্থাপন। (ঙ) ডিজিটাল ফিল্ম হাসপাতাল স্থাপন (চ) ডিজিটাল লাইব্রেরী সেবা প্রদান। (ছ) ফিল্ম সেন্টার স্থাপন। (জ) নিয়মিত ফিল্ম এপ্রিসিয়েশন কোর্স পরিচালনা। (ঝ) নিয়মিত ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল আয়োজন।
০২	ওয়েবসাইটের মাধ্যমে সংগৃহীত চলচ্চিত্র ফুটেজ, ক্লিপিংস ইত্যাদি জনগণের কাছে উন্মুক্তকরণের নিমিত্ত ওয়েবসাইটে পরীক্ষামূলকভাবে উন্মুক্তকরণের কাজ চলছে
০৩	নিয়মিত সীমিত পর্যায়ে চলচ্চিত্র প্রদর্শনী চলছে।
০৪	মুক্তিযুদ্ধ ও চলচ্চিত্র ব্যক্তিত্বদের ফুটেজ সংগ্রহ ও প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণ, জীবনীভিত্তিক পুস্তক প্রকাশনা সীমিত পর্যায়ে চলমান রয়েছে।
০৫	চলচ্চিত্র বোদ্ধা দর্শক তৈরীর কার্যক্রম পরিচালনা সীমিত পর্যায়ে কার্যক্রম চলছে।
০৬	পুরাতন ও ক্লাসিক চলচ্চিত্র সংগ্রহ ১৪৯টি।
০৭	সংগৃহীত চলচ্চিত্র মেরামত, পরিষ্কার ও পরীক্ষা-৮৬৮টি।
০৮	চলচ্চিত্র বিষয়ক বই সংগ্রহ-৪৬৪টি
০৯	ছায়াছবি/গানের সিডি/ডিভিডি সংগ্রহ- ১০২০টি।
১০	মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক চলচ্চিত্র সংগ্রহ-১২টি।

জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট

ক্রমিক নং	অর্জিত সাফল্য
০১	বর্ণিত দু'বছরে রাজস্ব বাজেটে ৪২টি বিভিন্ন ধরণের পাঠ্যধারা সম্পন্ন হয়েছে। পাঠ্যধারার আওতায় ২৮৩ জন মহিলা ও ৬০৯ জন পুরুষ সহ মোট ৮৪৭ জন প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষিত করা হয়। এ ছাড়া মহিলা ও শিশু প্রকল্পের আওতায় ৩৬টি কর্মশালা সম্পন্ন হয়েছে। তথ্য মন্ত্রণালয়াধীন বিভিন্ন দপ্তর ও ঢাকার বাইরের বিভিন্ন জেলা শহরের কর্মশালায় ৩৯২ জন পুরুষ ও ১৪৯ জন মহিলা সহ মোট ৫৪১ জন প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষিত করা হয়। এআইবিডি, ইউনেস্কো ও প্লাজ এর সহযোগীতায় ৫টি কর্মশালায় সর্বমোট ৮১ জন প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।
০২	কর্মসূচির আওতায় ডরমিটরির ২য় তলায় কমনরুম, মূল ভবনের ৪র্থ ও ৫ম তলা নির্মাণসহ ডাবিং থিয়েটার এবং প্রজেকশন হলসহ ৫টি ক্লাশরুম, কম্পিউটার ল্যাব এবং এডিটিং রুমের নির্মাণ কাজ ৮ ৩২০.৯১ লক্ষ মাত্র ব্যয়ে নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়া ৫.৪০ কোটি টাকা ব্যয়ে ২৭২ সিটের অডিটরিয়াম নির্মাণ কাজ আরম্ভ হয়েছে, যা ২০১১ সালের মধ্যে সম্পন্ন করা হবে।
০৩	প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল তৈরি, ট্রেনিং ক্যালেন্ডার তৈরি, ইনস্টিটিউটের পরিচিতি তৈরি, সিটিজেন চার্টার প্রণয়ন, ইন্টারনেট ব্যবহারের সুবিধার জন্য ১২টি ব্রডব্যান্ড লাইন সংযোগ করা হয়েছে । এছাড়া ২০ টি কম্পিউটারসহ একটি কম্পিউটার ল্যাব প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। ওয়েব সাইট আপগ্রেড করার কাজ চলছে।
০৪	২০০৯-২০১০ অর্থ বছরে ইনস্টিটিউটের জন্য ১টি ট্রেইনিং কার ও ১টি সিডান কার সর্বমোট ৮ ৩৯.৬৯ লক্ষ ব্যয়ে ক্রয় করা হয়। বাকী ২টি যানবাহন ক্রয়ের জন্য প্রস্তাব সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ড

ক্রমিক নং	অর্জিত সাফল্য
০১	সেন্সর কার্যক্রম ঃ বাংলা পূর্ণদৈর্ঘ্য -১৩২টি, বাংলা পূর্ণদৈর্ঘ্য ডিজিটাল-১২টি, পূর্ণদৈর্ঘ্য ইংরেজি-৩২টি, বাংলা ট্রেইলার-৯৮টি, ইংরেজি ট্রেইলার-৮টি, বিজ্ঞাপনচিত্র-৭টি ও বিভিন্ন চলচ্চিত্র উৎসবের জন্য-২২৯টি চলচ্চিত্র সেন্সর করা হয়েছে।
০২	পরিদর্শন কার্যক্রম ঃ ৫০টি জেলার বিভিন্ন সিনেমা হল পরিদর্শন করা হয়েছে। এ সময়ে বিভিন্ন অনিয়মের অভিযোগে ২০টি সিনেমা হল থেকে প্রদর্শিত চলচ্চিত্রসহ প্রচার সামগ্রী জব্দ করার জন্য সংশ্লিষ্ট থানা কর্তৃপক্ষ ও জেলা তথ্য অফিসারকে জব্দ পত্র দেয়া হয়েছে।
০৩	রাজস্ব আয় ঃ বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ড এ সময়ে চলচ্চিত্র সেন্সর ও স্ক্রীনিং ফি এবং ভিডিও রেকর্ডিং চার্জ বাবদ ১-৩৩৭১-০০০০-২৬৮১ খাতে ৭৯,৫৬,৮০০/- (উনআশি লক্ষ ছাপান্ন হাজার আটশত) টাকা রাজস্ব আয় করেছে।
০৪	ডিজিটাল বাংলাদেশ ও আইসিটি উন্নয়ন ঃ ১. দপ্তর সংশ্লিষ্ট আইন, বিধি ও নীতিমালা সংশ্লিষ্ট ফরমসমূহ নিজস্ব ওয়েব সাইটে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। ২. দপ্তরের নিজস্ব ওয়েব সাইট ডাইনামিক করা হয়েছে। ৩. সিটিজেন চার্টার ওয়েব সাইটে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। ৪. দপ্তরের দুইজন কর্মকর্তা ও চারজন কর্মচারীকে কম্পিউটার বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। ৫. দপ্তরের ব্যবহৃত কম্পিউটারগুলির মধ্যে ল্যান স্থাপন করা হয়েছে এবং ইন্টারনেট সংযোগ দেয়া হয়েছে। ৬. বিদ্যুত সাশ্রয়ী সরঞ্জামাদি ক্রয় করা হয়েছে।
০৫	জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার ঃ ১. বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ড জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার-২০০৮ প্রদান উপলক্ষে গঠিত জুরি বোর্ডকে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার বাছাই এর জন্য সকল প্রকার সাচিবিক সহায়তা প্রদান করেছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ১০ এপ্রিল' ২০১০ এ চলচ্চিত্র পুরস্কার-২০০৮ প্রদান করেন। ২. ইতোমধ্যে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার-২০০৯ বাছাই এর জন্য অংশগ্রহণকারী ২৪টি চলচ্চিত্র জুরি বোর্ড কর্তৃক পরীক্ষণের কাজ সেন্সর বোর্ডে শুরু হয়েছে।
০৬	১. এ সময়ে বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ড থেকে ১২০টি চলচ্চিত্রের পোস্টার অনুমোদন দেয়া হয়েছে। ২. এ সময়ে ১১০টি চলচ্চিত্রের ফটোসেট অনুমোদন দেয়া হয়েছে।
০৭	এ সময় দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কর্তৃক জব্দকৃত ১৯৬ টি সেন্সরবিহীন ফিল্ম, সিডি, ডিভিডি সেন্সর বোর্ডের নিকট প্রেরণ করা হলে, বোর্ড তা পরীক্ষা করে প্রতিবেদন প্রদান করেছে।
০৮	আমদানীকৃত চলচ্চিত্রসমূহ বিমান বন্দর থেকে ছাড়করণের নিমিত্ত অত্র দপ্তর থেকে ৩২টি চলচ্চিত্রের জন্য অনাপত্তি প্রদান করা হয়েছে।
০৯	সেন্সর বোর্ড কর্তৃক সেন্সর সংক্রান্ত আইন, বিধি ও কোড যথাযথভাবে প্রতিপালন এবং সরকার কর্তৃক গঠিত টাস্কফোর্স, সেন্সর বোর্ড এবং গণযোগাযোগ অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের নিবিড় মনিটরিং এর ফলে দেশের প্রেক্ষাগৃহগুলোতে অশালীন ও কুরুচিপূর্ণ চলচ্চিত্র প্রদর্শন এবং ভিডিও পাইরেসি অনেকাংশে বন্ধ হয়েছে। বর্তমান সরকারের ইতিবাচক পদক্ষেপের কারণে প্রেক্ষাগৃহে অশ্লীল ছবি প্রদর্শন বন্ধ হয়েছে।

বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশন

ক্রমিক নং	অর্জিত সাফল্য
০১	১, ৩, ৪, ৮, ৯ নং ফ্লোরের মেকাপরুম ও টয়লেটের সংস্কার কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ৬ নং ফ্লোরের মেকাপ রুম ও বাথরুম সংস্কার কাজ এবং ঝর্ণাস্পটের মেকাপরুম ও টয়লেটের নির্মাণ কাজ চলছে।
০২	২ নং ফ্লোরের শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থাসহ মেকাপরুম ও টয়লেটের সংস্কারসহ আধুনিকীকরনের কাজ সমাপ্তির পথে।
০৩	ব্র্যান্ড কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক সরঞ্জামাদি ক্রয় এবং Lan Website develop সম্পন্ন করা হয়েছে এবং সাবটাইটেল মেশিন স্থাপন করা হযেছে। অত্যাধুনিক ক্যামেরা ক্রয়ের জন্য দরপত্র আহবান করা হয়েছে।
০৪	দেশের চলচ্চিত্র শিল্পকে সমৃদ্ধশালী এবং বিকাশের জন্য বর্তমান প্রচলিত এনালগ পদ্ধতির পরিবর্তে ডিজিটাল পদ্ধতিতে ছবির সাউন্ড রেকর্ডিংসহ অন্যান্য ডিজিটাল যন্ত্রপাতি সংগ্রহ এবং এনালগ পদ্ধতির একটি প্রজেক্টর মেরামতের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। মেরামতের কাজ চলছে।
০৫	মিরপুরে ভাষানটেকস্থ এফডিসি'র নিজস্ব জমি দখলমুক্ত করা হয়েছে এবং সীমানা প্রাচীর নির্মাণ করা হয়েছে।
০৬	এফডিসি'র প্রধান ফটক সংলগ্ন ০.১২ শতাংশ জমি বাংলাদেশ রেলওয়ে থেকে বরাদ্দ নেয়া হয়েছে এবং সীমানা প্রাচীর নির্মাণ করা হয়েছে।

প্রেস কাউন্সিলঃ

ক্রমিক নং	অর্জিত সাফল্য
০১	**<u>২০০৯ সালের কর্মকান্ডের সাফল্য সমূহের বিবরণী :</u>** ১। প্রেস কাউন্সিল এ্যাক্ট, ১৯৭৪ এর ৭, ৮ ও ১২ ধারা অনুযায়ী গৃহীত কার্যাবলী : ক। ২০০৯ সালে দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা = ২ টি খ। পূর্ণাঙ্গ কাউন্সিল অধিবেশন = ১টি গ। জুডিশিয়াল কমিটির সভা = ২টি ঘ। অর্থ কমিটির সভা = ১টি ২। ২০০৯ সালের বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিলের উদ্যোগে মফস্বল সাংবাদিকতা পেশায় নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে দায়িত্ববোধ ও জনসেবার মনোভাব সৃষ্টিতে উৎসাহিত করার জন্য প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণ কর্মশালায় ২৩ জন মফস্বল সাংবাদিক অংশগ্রহণ করেন। **<u>২০১০ সালের কর্মকান্ডের সাফল্য সমূহের বিবরণী :</u>** ১। প্রেস কাউন্সিল এ্যাক্ট, ১৯৭৪ এর ১২ নং ধারা অনুযায়ী গৃহীত কার্যাবলী : ক। ২০১০ সালে দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা = ৬টি খ। জুডিশিয়াল কমিটি কর্তৃক পূর্বের মামলাসহ শুনানীর সংখ্যা = ৮টি গ। রায় প্রদত্ত মামলার সংখ্যা = ৮টি ঘ। বিচারাধীন অনিস্পন্ন মামলার সংখ্যা = ৪টি **<u>প্রেস এপিলেট বোর্ডের কার্যক্রম :</u>** ক। ২০১০ সালে দায়েরকৃত আপীলের সংখ্যা = ৭টি খ। রায় প্রদত্ত আপীলের সংখ্যা = ১টি গ। বিচারাধীন অনিস্পন্ন আপীলের সংখ্যা = ৬টি **<u>৮ নং ধারা অনুযায়ী কাউন্সিলের বিভিন্ন কমিটির নিম্নরূপ সভা অনুষ্ঠিত হয় :</u>** ক। পূর্ণাঙ্গ কাউন্সিল কমিটি = ৩ খ। জুডিশিয়াল কমিটি = ১৩ গ। অর্থ কমিটি = ৮ ঘ। নিয়োগ কমিটি = ২ ঙ। আইন মূল্যায়ণ কমিটি = ২ চ। রুলস কমিটি = ১

ক্রমিক নং	অর্জিত সাফল্য
০২	বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিলের উদ্যোগে মফস্বল সাংবাদিকতা পেশায় নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে দায়িত্ববোধ ও জনসেবার মনোভাব সৃষ্টিতে উৎসাহিত করার জন্য চট্টগ্রাম ও ময়মনসিংহে প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণ কর্মশালায় ৯৫ জন্য মফস্বল সাংবাদিক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। সত্য সংবাদ পরিবেশনের জন্য মফস্বল সাংবাদিকদের প্রশিক্ষিত করা হচ্ছে।
০৩	প্রেস কাউন্সিল আইন, বিধি, নীতিমালা ও কার্যক্রম সম্পর্কে অন লাইনে জনগণকে অবহিত করার জন্য ওয়েবসাইট চালু করা হয়েছে। www.presscouncil.gov.bd. বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল সম্পর্কে তথ্য জানার সুযোগ সহজতর করা হয়েছে।

বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা (বাসস)

ক্রমিক নং	অর্জিত সাফল্য
০১	জাতীয় বার্তা সংস্থা মানসম্পন্ন সংবাদ প্রবাহ বৃদ্ধিসহ বিভিন্ন কার্যক্রম জোরদার করেছে। সেই সঙ্গে বাসস মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত ডিজিটাল বাংলাদেশ কর্মসূচি বাস্তবায়নে যারা নিরলস চেষ্টা চালাচ্ছেন তাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। একসেস টু ইনফরমেশন (A2I) কর্মসূচির ফলাফল ছড়িয়ে দেয়ার জন্য বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা এটুআই কর্মসূচির সঙ্গে গণমাধ্যমে প্রচারণা বিষয়ক একটি প্রকল্প গ্রহণ করেছে। এটুআই কর্মসূচির আওতায় ই-গভর্নেন্স ও তথ্য সেবা সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ফলাফল সম্পর্কে গণসচেতনতা সৃষ্টিতে আগামী এক বছরের মধ্যে এ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হবে। এটুআই কর্মসূচির প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য উপস্থাপনে বাসস'র সাংবাদিকদের সক্ষমতা জোরদার এবং বাংলাদেশের চলমান ডিজিটালাইজেশন প্রক্রিয়া কার্যকরভাবে এগিয়ে নিতে বাসস'র গ্রাহকদের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও জনগণের মাঝে এটুআই কর্মসূচির গ্রহণযোগ্যতা নিশ্চিত করতে এ প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে। এ লক্ষ্যে এটুআই প্রকল্পের সঙ্গে বাসস'র একটি সমঝোতা চুক্তি (এমওইউ) স্বাক্ষরিত হয়েছে এবং ইতিমধ্যে প্রকল্পের আওতায় ০১টি সার্ভার, ১৯টি কম্পিউটার, ০৬টি ল্যাপটপ এবং ০৩টি প্রিন্টার সংগ্রহ করা হয়েছে।

বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট

ক্রমিক নং	অর্জিত সাফল্য
০১	দেশে কর্মরত সাংবাদিক ও গণমাধ্যমকর্মীদের পেশাগত মান উন্নয়নের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট (পিআইবি) প্রতিষ্ঠার পর থেকে সংবাদ কর্মীদের কর্মকালীন প্রশিক্ষণসহ গবেষণা, ফিচার ও প্রকাশনার কাজ ধারাবাহিকভাবে পরিচালনা করে আসছে। বর্তমান সরকার ঘোষিত **'রূপকল্প ২০২১'** মুক্তিযুদ্ধের চেতনার আলোকে একটি গণতান্ত্রিক, অসাম্প্রদায়িক এবং অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তোলার জন্য অর্জনযোগ্য লক্ষ্যসমষ্টি জনগণের কাছে হাজির করেছে। রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নে সহায়ক গণমাধ্যম ব্যবস্থা বিকশিত হওয়ার জন্য পিআইবি যাতে কাজ করে যেতে পারে সেজন্য পিআইবি'র রূপকল্প (ভিশন), উদ্দেশ্য ও কার্যাবলী পুনঃনির্ধারণ এবং পিআইবি'র সাংগঠনিক কাঠামো পরিবর্তন প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে পিআইবি'র সাংগঠনিক কাঠামো নতুনভাবে তৈরি করা হয়েছে যা চূড়ান্ত অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে। বর্তমান সরকারের দুই বছরে পিআইবি কর্তৃক গৃহীত এবং চলমান উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের বিবরণ নিম্নরূপ : ➢ রূপকল্প ২০২১ সম্পর্কে সাংবাদিক এবং তাদের মাধ্যমে ব্যাপক জনগণকে অবহিত করার জন্য পিআইবি'র প্রত্যেকটি প্রশিক্ষণ এবং কর্মশালায় ক. রূপকল্প ২০২১ এবং সাংবাদিকতা ও খ. রূপকল্প ২০২১, দিনবদলের কর্মসূচি ও ডিজিটাল বাংলাদেশ: ধারণাগত সম্পর্ক বিশ্লেষণ শীর্ষক সেশন যুক্ত করা হয়েছে। ➢ তথ্য অধিকারের বিষয়ে গণমাধ্যমকর্মীদের জন্য "Bridging between People's Rights and Social Change: Training of Media People on RTI" শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। ➢ ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে পিআইবি সাংবাদিকদের জন্য ৬টি বিভাগীয় শহরে ৬টি এবং বড় জেলাগুলোতে ১১টি সহ মোট ১৭টি ওরিয়েন্টেশন প্রশিক্ষণ কোর্স সম্পন্ন করেছে। ➢ পিআইবি সাংবাদিকদের জন্য বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ, জেন্ডার বিষয়ক, শিশু ও নারী উন্নয়ন, কর্পোরাল পানিশমেন্ট, সিআরসি, সিডো ও মীনা বিষয়ক কর্মশালাসহ বিভিন্ন ইস্যুভিত্তিক মোট ৬০টি প্রশিক্ষণ কোর্স সম্পন্ন করেছে। এসকল কোর্সে মোট অংশগ্রহণকারী ২০৫৮ জনের মধ্যে পুরুষ ১৮০৮ জন ও মহিলা ২৫০ জন।

ক্রমিক নং	অর্জিত সাফল্য
০২	পিআইবি এসময়ে নিম্নোক্ত ৫টি গবেষণা সম্পাদন করেছে: ➢ বাংলাদেশের সংবাদপত্রে শিশু বিষয়ক তথ্য : একটি মূল্যায়ন (রিপোর্ট প্রকাশিত)। ➢ বাংলাদেশের সংবাদপত্রে প্রথমপৃষ্ঠায় প্রকাশিত সংবাদ : সময়ের বিবর্তনে গুরুত্ব ও প্রবণতা (রিপোর্ট প্রকাশিত)। ➢ বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ঘোষক : একটি ঐতিহাসিক দলিল (রিপোর্ট প্রকাশিত)। ➢ আঞ্চলিক সংবাদপত্রে নারী বিষয়ক সংবাদে জেন্ডার সংবেদনশীলতা : একটি মূল্যায়ন (রিপোর্ট প্রকাশিতব্য)। ➢ মুক্তিযুদ্ধের সময় স্বাধীনতা বিরোধী বক্তব্য : সংবাদপত্রে প্রতিফলন (রিপোর্ট প্রকাশিতব্য)। **এছাড়াও নিম্নোক্ত গবেষণা প্রকল্প চলমান রয়েছে:** ➢ বঙ্গবন্ধু ও গণমাধ্যম। ➢ বাংলাদেশে সাংবাদিকতার দায়বদ্ধতা ঃ প্রত্যাশা ও বাস্তবতা। ➢ বাংলাদেশের সংবাদপত্রে জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে রিপোর্টিং ঃ সাংবাদিকদের সামাজিক দায়বদ্ধতা বিশ্লেষণ। ➢ বাংলাদেশের সংবাদপত্রের সংবাদ সূচনা ঃ পত্রিকার বিবেচনা বনাম পাঠকের চাহিদা। ➢ দুর্নীতি, সাংবাদিকতা ও সাংবাদিক ঃ সম্পর্কের অন্তর্জাল বিশ্লেষণ। ➢ সংবাদপত্রের বাংলা ভাষার অবনয়ন ঃ অভিযোগ এবং উত্তরণ প্রয়াসের বিশ্লেষণ। ➢ বাংলাদেশের সাংবাদিকতার প্রকৃতি ও প্রবণতা ঃ ভবিষ্যতের রূপরেখার অনুসন্ধান। ➢ সাংবাদিকতার আচরণ বিধি সম্পর্কে সাংবাদিকদের সচেতনতা ঃ বিভিন্ন মিডিয়ায় কর্মরত সাংবাদিকদের ওপর একটি সমীক্ষা। ➢ সংবাদিকতায় আচরণবিধি অনুসরণ ঃ প্রেস কাউন্সিলের ভূমিকা। ➢ বাংলাদেশের সংবাদপত্রে জলবায়ু বিষয়ক সংবাদ ঃ নির্বাচিত দৈনিকসমূহের ওপর সমীক্ষা। ইভটিজিং প্রতিরোধে সংবাদপত্রের ভূমিকা।
০৩	➢ ডিজিটাল বাংলাদেশ বিষয়ে সাংবাদিক তথা সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে **বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট** কর্তৃক ইতোমধ্যে এককভাবে নিরীক্ষা সাময়িকীর ১টি সংখ্যাসহ মোট ৮টি সংখ্যা প্রকাশ করা হয়েছে। ➢ বই: ৭টি নতুন এবং ১টি পূণর্মুদ্রণ সহ মোট ৮টি। ➢ বিশেষ নিবন্ধ : ৪টি। ➢ শিশু ও নারী বিষয় ফিচার: ৫৩টি। ➢ সোহেল সামাদ স্মৃতি পুরস্কার: ১টি। আঞ্চলিক পত্রিকার সমস্যা সম্ভাবনা বিষয়ে সিলেট বিভাগের পত্রপত্রিকা পরিদর্শন ও তথ্য সংগ্রহ।

তথ্য কমিশন

ক্রমিক নং	অর্জিত সাফল্য
০১	তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ১০ ধারার বিধানের আলোকে তথ্য সরবরাহের জন্য "দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা" নিয়োগের লক্ষ্যে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/ অধিদপ্তর/সংস্থা ও সকল জেলা প্রশাসকসহ বিভিন্ন এনজিওকে অনুরোধ জানানো হয়েছে। বিশেষত: জেলা প্রশাসকগণকে আইন বাস্তবায়নকল্পে গৃহীত পদক্ষেপ সম্পর্কে জানাতে বলা হলে জেলা প্রশাসকগণ সকলেই গৃহীত পদক্ষেপ সম্পর্কে অবহিত করেছেন। ইতোমধ্যে সমগ্র দেশ থেকে প্রায় ৬,০০০ (ছয় হাজার) দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম (২১ ডিসেম্বর ২০১০ তারিখ পর্যন্ত) পাওয়া গিয়েছে। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণের তথ্যাদি সম্বলিত ইলেকট্রনিক ডাটাবেজ তৈরীর কার্যক্রম অব্যাহত আছে।

ক্রমিক নং	অর্জিত সাফল্য
০২	(ক) তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করার উদ্দেশ্যে ইতোমধ্যে দেশের ৩৩ টি জেলায় জনঅবহিতকরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। তথ্য কমিশনের উদ্যোগে ও অংশগ্রহণে জেলা প্রশাসকগণের সহায়তায় স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানবৃন্দ, স্থানীয় জন-প্রতিনিধিবৃন্দ, সাংবাদিকবৃন্দসহ বিভিন্ন স্তরের সুধীজন সমন্বয়ে জনঅবহিতকরণ সভা করা হয়েছে। এছাড়াও বিভাগীয় পর্যায়ে ঢাকা বিভাগ এবং উপজেলা পর্যায়ে কুমিল্লা সদর উপজেলায় জনঅবহিতকরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। (খ) কমিশনের সাথে জনগণ ও সরকারি-বেসরকারি কার্যালয় এবং বহিঃর্বিশ্বের সাথে Online যোগাযোগ রক্ষার জন্য একটি Web Portal নির্মাণ করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের A2I Project এবং বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল এর বিশেষজ্ঞ কর্মকর্তাগণ এ কাজে তথ্য কমিশনকে সহযোগিতা প্রদান করেছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ১৯ অক্টোবর ২০১০ তারিখে তথ্য কমিশনের ওয়েব পোর্টাল আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেন। তথ্য কমিশনের website address : www.Infocom.gov.bd এবং E-mail ঠিকানা cicicbd@ yahoo.com। (গ) ২০১০ সালে প্রধান তথ্য কমিশনার গ্রামীণ ফোন/টেলিনর, রবি এর উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণের সাথে Text message, sms, TV scroll এর মাধ্যমে প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য আলোচনা করেছেন এবং তারা সকলেই তথ্য কমিশনকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করার আশ্বাস দিয়েছেন। (ঘ) তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর আলোকে তথ্য প্রাপ্তির অধিকার সম্পর্কে ব্যাপকভাবে গণসচেতনতা গড়ে তোলার লক্ষ্যে বাংলাদেশের অন্যতম মোবাইল ফোন অপারেটর "রবি এক্সিয়াটা লিমিটেড " এবং "তথ্য কমিশন" এর মধ্যে গত ২০ ডিসেম্বর ২০১০ তারিখে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। উক্ত তারিখ থেকে রবি তাদের গ্রাহকদের কাছে নিম্নোক্ত SMS পাঠানো শুরু করেছে এবং TV Scroll প্রচার করা হচ্ছে। SMS : Tothyo pawa apnar moulik odhikar. Tothyo odhikar ain onsushare sokol sorkari o besorkari kortipokkhyo tothyo dite badhyo. Jante www.infocom.gov.bd dekhun. **TV Scroll :** তথ্য জানা ও প্রাপ্তি আপনার মৌলিক অধিকার। তথ্য অধিকার আইন অনুসারে সরকারি ও বেসরকারি সকল কর্তৃপক্ষ তথ্য প্রদানে বাধ্য। বিস্তারিত জানতে www.infocom.gov.bd দেখুন। (ঙ) **তথ্য কমিশন কর্তৃক পুস্তিকা ও লিফলেট প্রকাশঃ** তথ্য কমিশন ২০১০ সালে তথ্য অধিকার আইন ও বিধিমালাসহ গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ও উত্তর সম্বলিত একটি পুস্তিকা, জনঅবহিতকরণ সভায় উত্থাপিত প্রশ্নের উত্তর সম্বলিত আরেকটি পুস্তিকা এবং একটি লিফলেট প্রকাশ করেছে। তাছাড়া, তথ্য কমিশন ২০০৯ সালের শেষে একটি বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করে।
০৩	(ক) **বিধিমালা প্রণয়ন ঃ** তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে "তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯" প্রণয়ন করা হয়েছে এবং বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় ০১ নভেম্বর ২০০৯ তারিখে প্রকাশিত হয়েছে। তবে উক্ত বিধিমালার ৬নং বিধির সংশোধন প্রয়োজন হওয়ায় সংশোধনক্রমে তা বাংলাদেশ গেজেটে ০৮ মার্চ ২০১০ তারিখে প্রকাশিত হয়। (খ) **প্রবিধানমালা প্রণয়ন ঃ** এ আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে কমিশন সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে প্রবিধানমালা প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। ইতোমধ্যে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক তথ্য অধিকার (তথ্য প্রকাশ ও প্রচার) প্রবিধানমালা, ২০১০ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা) প্রবিধানমালা, ২০১০ প্রণয়ন করা হয়েছে যা প্রকাশের অপেক্ষায় রয়েছে। (গ) প্রধান তথ্য কমিশনার যুক্তরাষ্ট্র, ভারত, চীন, ফিলিপাইন, মিশর, তুরস্ক ইত্যাদি দেশের রাষ্ট্রদূতগণের সাথে তাদের দেশে তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা করেছেন। তাছাড়া তিনি BLAST, নিজেরা করি, আইন ও সালিশ কেন্দ্র, মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন ইত্যাদি এনজিও'র সাথেও আলোচনা করে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বাস্তবায়নে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। (ঘ) এছাড়াও তথ্য কমিশনারদ্বয় এবং কমিশন সচিব বিভিন্ন এনজিও, সরকারি প্রতিষ্ঠান, প্রশিক্ষণ একাডেমিতে তথ্য অধিকার আইন ও বিধিমালা সহ অংশগ্রহণকারীগণের সাথে আলোচনা করেছেন এবং বিপিএটিসি, বার্ড ইত্যাদি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে গিয়ে তথ্য অধিকার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করছেন।

ক্রমিক নং	অর্জিত সাফল্য
০৪	(ক) তথ্য কমিশন নিজ উদ্যোগে এবং সরকারি-বেসরকারি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় কেন্দ্রীয়ভাবে প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল তৈরীর ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। এ লক্ষ্যে তথ্য কমিশন পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত, জার্মানী, কানাডা সহ সার্কভুক্ত দেশগুলোর প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত অভিজ্ঞতা পরিকল্পিতভাবে ব্যবহার করছে। ইতোমধ্যে প্রশিক্ষণ মডিউল তৈরি করা হয়েছে। ২০১০ সালে ১৫২ জন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে আর্টিকেল-১৯ এর সহযোগিতায় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং ২০১০-১১ অর্থ বছরেই ২৫২০ জন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদানের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। (খ) প্রধান তথ্য কমিশনার ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজ, জুডিশিয়াল এ্যাডমিনিস্ট্রেশন ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, বিপিএটিসি এবং তথ্য কমিশনারদ্বয় ও কমিশন সচিব বিপিএটিসি, বার্ড, জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউটে আয়োজিত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে RTI এর উপর প্রশিক্ষণ সেশন পরিচালনা করেছেন। (গ) তাছাড়া তাঁরা বিভিন্ন এনজিও যেমন MRDI, মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন, আর্টিকেল-১৯, নাগরিক উদ্যোগ, রিব কর্তৃক RTI এর উপর আয়োজিত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মশালা পরিচালনায় অংশ নিয়েছেন।
০৫	দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে তথ্য প্রাপ্তির জন্য আগ্রহী জনগণ সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট তথ্য চেয়ে দাখিলকৃত আবেদনের কপি তথ্য কমিশনে প্রেরণ করছে। ইতোমধ্যে ২২টি আবেদনের প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/সংস্থাকে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর বিধান মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, কৃষি মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট কতিপয় তথ্য চেয়ে জনৈক আবেদনকারী সংশ্লিষ্ট জেলা পর্যায়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট আবেদন দাখিল করে তথ্য কমিশনে অনুলিপি প্রেরণ করলে তথ্য কমিশন থেকে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সচিবকে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর বিধান অনুযায়ী তথ্য সরবরাহ করার নির্দেশনা দেয়া হয়। তদনুযায়ী তাঁরা সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণকে তথ্য সরবরাহ করার নির্দেশ দিলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ চাহিত তথ্য সরবরাহ করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করেছেন। উল্লেখ্য, বাংলাদেশ পরিবেশ আইনজীবী সমিতি (বেলা) কর্তৃক বিজিএমইএ ভবন নির্মাণ সম্পর্কিত অভিযোগের বিষয়ে তথ্য কমিশন কার্যকরী পদক্ষেপের মাধ্যমে বিষয়টি নিস্পত্তি করতে অবদান রেখেছে। এছাড়াও আরো কয়েকটি অভিযোগ পাওয়া গেছে যা তথ্য কমিশনের সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় রয়েছে।
০৬	তথ্য কমিশন বর্তমানে আগারগাঁওস্থ প্রত্নতত্ত্ব ভবনে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। তথ্য কমিশনের প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় কমিশনের নিজস্ব ভবন নির্মাণের জন্য আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকায় এফ-১৭/ডি নং প্লট (জমির পরিমাণ-০.৩৫একর) বরাদ্দ করে জমির সেলামী পরিশোধের অনুরোধ জানিয়েছে। বরাদ্দ প্রাপ্তির পর জমির সেলামী পরিশোধপূর্বক তথ্য কমিশনের নিজস্ব ভবন নির্মাণের পরিকল্পনা নেয়া হবে।